নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা ২০২২

নবদ্বীপ, নদীয়া

NAAC কর্তৃক মূল্যায়িত

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म
ज्ञानं त्यागः सेवा च
नवद्वीपधाम
नवद्वीपविद्यासागरमहाविद्यालयः

'LEARNING NEVER EXHAUSTS THE MIND'

- Leonardo da Vinci

প্রকাশনা উপসমিতি

অধ্যাপক ডঃ শুভদীপ চক্রবর্তী (আহ্বায়ক)
অধ্যাপিকা অরুণিমা চক্রবর্ত্তী
অধ্যাপিকা সঙ্গীতা দত্ত
অধ্যাপিকা ডঃ মৌসুমী রায় চৌধুরী(অতিথি সদস্য)
অধ্যাপিকা ডঃ সুতপা সাহা (মিত্র)
অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার বিশ্বাস
অধ্যাপিকা ডঃ সোমা মণ্ডল
অধ্যাপিকা ডঃ শুচিস্মিতা চ্যাটার্জী সাহা
অধ্যাপিকা ডঃ সোমা শেঠ (দুলে)
অধ্যাপক শ্রী রূপেন মণ্ডল
শিক্ষাকর্মী শ্রী অশোক দে

—ঃ মুদ্রণে ঃ—
অঞ্জন এন্টারপ্রাইজ
রাজা মার্কেট, কলোনী মোড়, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা
মোঃ— ৯৮৩১২০৭১৭০

শ্রদ্ধায়—স্মরণে

সময়ের সরণী বেয়ে অবশেষে পেরিয়ে এলাম আরও একটা বছর। অন্যান্য বছরের মতো এবারেও ২০২২-এ নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের পত্রিকা সমৃদ্ধ হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের বৈচিত্রপূর্ণ লেখনী ও চারুকলার সম্ভারে বিগত সময়ের অতিমারিবিগ ক্ষতকে বিদায় জানিয়ে আমরা নতুন উদ্যোগ নিয়েছি। **Online** মাধ্যমে এই প্রকাশ সত্যই আনন্দে। কিন্তু এই আনন্দের মধ্যেও আমরা স্মরণ করি সেইসব ব্যক্তিবর্গদের যাঁরা অনেকেই আমাদের মধ্যে থেকেও নেই। মৃত্যু হল এমনই এক কঠিন সত্য যাকে মেনে নিতেই হবে। তাই এই সূচনাপর্বে সেই সকল মানুষগণের প্রতি স্মরণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মাধ্যমে সফল হয়ে উঠুক—

"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এজীবন পূণ্য কর, দহন দানে—"

আমরা গভীর দুঃখের সাথে স্মরণ করছি আমাদেরকলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ জয়দেব ভট্টাচার্য মহাশয়(সংস্কৃত বিভাগ)কে, যিনি পরলোক গমন করেছেন। বিগত বছরে দেশ-বিদেশের অনেক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব তাঁদের স্মরণীয় অবদান রেখে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন— **Larry King, John Moddem, Janet Malcom**, মুরারী ভুষনুদু, অভিনেতা দিলীপকুমার, অভিনেতা সিদ্ধার্থ শুক্লা, রাজকুমার, সঙ্গীতশিল্পী কৃষ্ণকুমার কুন্নাম এবং আরও অনেক, তাঁদের আমরা স্মরণ করি এবং শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করি।

এইসঙ্গে আমরা স্মরণ করি এই সময়কালে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের, যাঁদের আমরা হারিয়েছি। প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে জানাই অন্তরের সমবেদনা। কামনা করি সুস্থ, সুন্দর সমাজের এবং কামনা করি ব্যাধি নিরাময় হোক এবং প্রার্থনা করি নতুন এক সুন্দর উন্মুক্ত আগামীর—

"আনন্দধ্বনী জাগাও গগনে।"

PUNDARIKAKSHYA SAHA
Member,
West Bengal Legislative Assembly

Baralghat Road
Nabadwip, Nadia
M. : 8389072500
6294182495

Date ১০.০৭.২০২২.

শুভেচ্ছাবার্তা

মারণ ভাইরাস করোনার কবলে পড়ে বিশ্ব সহসা থমকে গিয়েছিল। আমরা হয়ে পড়েছিলাম ঘরবন্দি। সেখানেও নিস্তার ছিল না। বুঝেছিলাম 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন'। তারপর কিছুটা হলেও আমরা এখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছি। করোনা আবহে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ তাদের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে পারেনি। শুনলাম ২০২১ সালের স্থগিত হওয়া পত্রিকা ২০২২ সালে যৌথভাবে প্রকাশিত হবে। এ সংবাদ খুব আনন্দের। কলেজ পত্রিকা হল শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশের প্রথম সোপান। এর পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ হবে তরুণ প্রতিভার ভাব ও ভাবনার বাণীরূপ। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা একজন শিক্ষার্থীকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরি করতে পারে না। নানা ধরনের সহপাঠক্রমিক বিষয়ের সঙ্গে তাকে যুক্ত করতে না পারলে প্রতিভার সম্যক বিকাশ ঘটে না। তাই কলেজ পত্রিকা শুধু কলেজের দর্পণ নয়, তরুণ প্রজন্মের মনেরও দর্পণ। নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে বার্ষিক পত্রিকা সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠুক--- এই কামনা করি।

প্রতি,
ড. স্বপন কুমার রায়
অধ্যক্ষ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

১০/০৭/২০২২
(পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা)

Biman Krishna Saha
Chairperson
Nabadwip Municipality
Nabadwip, Nadia.
Pin.– 741302

S.T.D.– 03472,
Office : 240-008, 241-279
Resi. : 240-550
Mob. : 9332422704

শুভেচ্ছা

Date 14/7/2021

We are all aware that the COVID-19 pandemic has caused abrupt and profound changes around the world. This is the worst shock to education systems in decades with the longest school closures combined with looming recession. As a result Nabadwip Vidyasagar College could not issue any magazine in the year 2021. Now it is a matter of great joy that the college has decided to publish magazine for the year 2021 & 2022 collectively. I am confident that the college will continue to maintain its excellence and character with great distinction.

I am sure that the articles to be published in the souvenir will be of special interest to students and teacher who believe in improving the quality of higher education as well as building and idealism in students.

প্রতি,
ড. স্বপন কুমার রায়
অধ্যক্ষ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

Board of Administrators, Estd.- 1869, Nabadwip, Nabadwip Municipality

শ্রী বিমান কৃষ্ণ সাহা
পৌরপ্রশাসক
নবদ্বীপ পৌরসভা
Chairperson
Nabadwip Municipality

(03472) 240-014
Nabadwip Bidyasagar College
NABADWIP, WEST BENGAL

Ref.No. *Date :*

অধ্যক্ষের কলমে—

"নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা- ২০২২" প্রকাশিত হতে চলেছে দেখে আনন্দিত হলাম। এই পত্রিকা কলেজের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। ছাত্রভর্তি, CBCS পাঠক্রম অনুযায়ী পঠন-পাঠন ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে আমাদের কলেজ যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। NAAC এর তৃতীয় দফা মূল্যায়নের জন্য প্রস্তুতি তুঙ্গে। এরই সঙ্গে এই পত্রিকার প্রকাশনা নিঃসন্দেশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। COVID-19 অধ্যায়কে বিদায় জানয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা সবাই অঙ্গীকারবদ্ধ। সকল ছাত্র-ছাত্রী, সহকর্মী ও পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকলকে অভিনন্দন প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

Principal
Nabadwip Vidyasagar College
Nabadwip, Nadia-741302

(03472) 240-014
Nabadwip Bidyasagar College
NABADWIP, WEST BENGAL

Ref.No. *Date :*

শুভেচ্ছাবার্তা

It's a great pleasure that our beloved college is coming up with the students' Magazine- 2022. In keeping with the tradition, this Magazine is an yearly opportunity for everyone to flex their literary muscles and see the ultimate result in print. COVID-19 pandemic caused some delay but the means publication means a grate success. I sincerely wish this endeavor its literary and creative success.

শুভেচ্ছান্তে—
Arun Kr Biswas
সম্পাদক
শিক্ষক সংসদ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

(03472) 240-014
Nabadwip Bidyasagar College
NABADWIP, WEST BENGAL

Ref.No. ***Date :***

শুভেচ্ছাবার্তা

গত বছরের মতো এই বছরেও নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশনার খবরে আনন্দিত হলাম। মহামারীর মধ্যে এই পত্রিকার প্রকাশ এক অভাবনীয় সাফল্য। ছাত্রছাত্রীদের দৈনন্দিন পঠন-পাঠনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের লেখনীতে কল্পনার চিন্তার বিস্তার শিক্ষার অঙ্গনে তাদের দেশ ও সমাজের প্রতি কর্তব্য, সামাজিক ও দায়িত্ববোধের পরিচয় রাখবে — আমার বিশ্বাস।

পত্রিকার সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই।

শুভেচ্ছান্তে—
অশোক দে
সম্পাদক
কর্মচারী সমিতি
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃঃ
ঃ মূল—ভাবনা ঃ	
আমার কথা	০১-০৩
কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ	০৪
আমাদের শিক্ষকমন্ডলী	০৫-০৬
আমাদের শিক্ষাকর্মীবৃন্দ	০৭
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের (২০২০-২১) দাবী ও সাফল্য	০৮
ঃ কবিতা ঃ	
মনের স্মৃতিকথা	০৯
THE NIGHT LIKE US	১০
সুখ	১১
A ROSE BY THE ROAD	১৭
Bachelor's Happiness....	১৭
আশ্চর্য যান্ত্রিকতা	১৮
প্রথম প্রতিশ্রুতি	২২

বিষয়	পৃঃ
ঃ প্রবন্ধ ঃ	
পন্ডিতা রমাবাঈ	১২-১৩
THE MODERN WORLD	১৪-১৬
ঃ গল্প ঃ	
যা দেবী সর্বভূতেষু	১৯-২১
ঃ ভ্রমণ ঃ	
লাভা ঃ অন্তরের তৃপ্তি	২০-২৫
ঃ কিছু স্মৃতি ঃ	
ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের ছবি	২৯
স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন	৩০
প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন	৩১
এন.এস.এস. এবং এন. সি.সি. প্রোগ্রাম	৩২
কলেজের শিক্ষক সংসদ ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ	৩৩
ঃ চিত্রাঙ্কণ ঃ	
চিত্রাঙ্কণ	৩৪ -৩৭

আমার কথা

'বিদ্যার সাগর তুমি
বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি
সেই জানে মনে।"

বিদ্যাসাগর নামাঙ্কিত আমাদের মহাবিদ্যালয় দীর্ঘসময় ধরে শিক্ষাদান করে বহু ছাত্র-ছাত্রীকে সমাজের উচ্চস্তরের নানান কাজে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আগের কলেজের থেকে প্রতিষ্ঠানগতভাবে বর্তমানে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫ হাজারের কাছাকাছি। দূরদূরান্তের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হওয়ার আগ্রহ বেড়েছে।

কলেজের শিক্ষক, শিক্ষিকাবৃন্দ, পরিচালন কর্তৃপক্ষ এবং সর্বোপরি আমাদের গর্বের ছাত্র-ছাত্রীরা সামগ্রিকভাবে কলেজের প্রতিটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। তার ফলে সুষ্ঠুভাবে ও সুন্দর সুচারুভাবে কলেজের পঠন-পাঠন ধারাবাহিকভাবেই এগিয়ে চলে। নবদ্বীপের একমাত্র কলেজে এখন এম.এ ক্লাসে বেশ কয়েকটি বিষয় পড়ানো হয়। এই কলেজের ছাত্র হিসেবে আমি গর্বিত।

অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের জানাই প্রণাম। ছাত্রছাত্রী ও বন্ধুদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। করোনাকালে সবাই ভালো থেকো সুখে থেকো এই কামনা করি এবং শিক্ষার আলো সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ুক এই আশা রাখছি। ২০২২ বর্ষের কলেজে পত্রিকা সফল হোক এই কামনা করি।

রূপম সাহা
সংস্কৃত অনার্স (SEM-I)

আমার কথা

'বিদ্যার সাগর তুমি
বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি
সেই জানে মনে।"

বিদ্যাসাগর নামাঙ্কিত আমাদের মহাবিদ্যালয় দীর্ঘসময় ধরে শিক্ষাদান করে বহু ছাত্র-ছাত্রীকে সমাজের উচ্চস্তরের নানান কাজে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আগের কলেজের থেকে প্রতিষ্ঠানগতভাবে বর্তমানে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫ হাজারের কাছাকাছি। দূরদূরান্তের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হওয়ার আগ্রহ বেড়েছে।

কলেজের শিক্ষক, শিক্ষিকাবৃন্দ, পরিচালন কর্তৃপক্ষ এবং সর্বোপরি আমাদের গর্বের ছাত্র-ছাত্রীরা সামগ্রিকভাবে কলেজের প্রতিটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। তার ফলে সুষ্ঠুভাবে ও সুন্দর সুচারুভাবে কলেজের পঠন-পাঠন ধারাবাহিকভাবেই এগিয়ে চলে। নবদ্বীপের একমাত্র কলেজে এখন এম.এ ক্লাসে বেশ কয়েকটি বিষয় পড়ানো হয়। এই কলেজের ছাত্র হিসেবে আমি গর্বিত।

অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের জানাই প্রণাম। ছাত্রছাত্রী ও বন্ধুদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। করোনাকালে সবাই ভালো থেকো সুখে থেকো এই কামনা করি এবং শিক্ষার আলো সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ুক এই আশা রাখছি। ২০২২ বর্ষের কলেজে পত্রিকা সফল হোক এই কামনা করি।

সৌভিক দাস
দর্শন (SEM-I)

আমার কথা

'বিদ্যার সাগর তুমি
বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি
সেই জানে মনে।"

বিদ্যাসাগর নামাঙ্কিত আমাদের মহাবিদ্যালয় দীর্ঘসময় ধরে শিক্ষাদান করে বহু ছাত্র-ছাত্রীকে সমাজের উচ্চস্তরের নানান কাজে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আগের কলেজের থেকে প্রতিষ্ঠানগতভাবে বর্তমানে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫ হাজারের কাছাকাছি। দূরদূরান্তের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হওয়ার আগ্রহ বেড়েছে।

কলেজের শিক্ষক, শিক্ষিকাবৃন্দ, পরিচালন কর্তৃপক্ষ এবং সর্বোপরি আমাদের গর্বের ছাত্র-ছাত্রীরা সামগ্রিকভাবে কলেজের প্রতিটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। তার ফলে সুষ্ঠুভাবে ও সুন্দর সুচারুভাবে কলেজের পঠন-পাঠন ধারাবাহিকভাবেই এগিয়ে চলে। নবদ্বীপের একমাত্র কলেজে এখন এম.এ ক্লাসে বেশ কয়েকটি বিষয় পড়ানো হয়। এই কলেজের ছাত্র হিসেবে আমি গর্বিত।

অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের জানাই প্রণাম। ছাত্রছাত্রী ও বন্ধুদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। করোনাকালে সবাই ভালো থেকো সুখে থেকো এই কামনা করি এবং শিক্ষার আলো সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ুক এই আশা রাখছি। ২০২২ বর্ষের কলেজে পত্রিকা সফল হোক এই কামনা করি।

দর্শন (SEM-I)

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

নবদ্বীপ, নদীয়া

কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ

১।	শ্রী বিমান কৃষ্ণ সাহা	-	সভাপতি, পরিচালন সমিতি (পৌর প্রধান, নবদ্বীপ পৌরসভা)
২।	ডঃ স্বপন কুমার রায়	-	অধ্যক্ষ, সম্পাদক পরিচালন সমিতি
৩।	ডঃ হেমন্ত ভট্টাচার্য	-	সদস্য (পঃবঃ সরকার, শিক্ষা দপ্তর প্রেরিত)
৪।	ডঃ প্রসেনজিৎ দেব	-	সদস্য (বিশ্ববিদ্যালয় প্রেরিত)
৫।	ডঃ শর্মিষ্ঠা মাইতি	-	সদস্য (বিশ্ববিদ্যালয় প্রেরিত)
৬।	অধ্যাপিকা ডঃ চন্দ্রিমা বসু	-	শিক্ষক প্রতিনিধি
৭।	অধ্যাপক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী	-	শিক্ষক প্রতিনিধি
৮।	অধ্যাপক অখিল সরকার	-	শিক্ষক প্রতিনিধি
৯।	অধ্যাপক পীযুষ ভদ্র	-	শিক্ষক প্রতিনিধি
১০।	শ্রী অশোক দে	-	শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি
১১।	শ্রী মাণিক চন্দ্র মোদক	-	শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী

কলা বিভাগ

বাংলা বিভাগ

১। অধ্যাপিকা কল্যাণী রায়
২। অধ্যাপিকা ডঃ তপতী ঠাকুর
৩। অধ্যাপিকা ডঃ চন্দ্রিমা বসু
৪। অধ্যাপিকা অরুণিমা চক্রবর্তী
৫। অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ হাঁসদা

সংস্কৃত বিভাগ

১। অধ্যাপিকা ডঃ সোমা মণ্ডল
২। অধ্যাপক বিপ্লব বাগদী
৩। অধ্যাপক নিতাই পাল
৪। অধ্যাপিকা নন্দিতা দাস
৫। অধ্যাপক ডঃ জয়দেব ভট্টাচার্য (SACT)
৬। অধ্যাপিকা স্বাতী ভট্টাচার্য (SACT)

দর্শন বিভাগ

১। অধ্যাপিকা ডঃ বৈশাখী বর্মণ
২। অধ্যাপিকা শম্পা দাস
৩। অধ্যাপিকা দেবমিতা চৌধুরী (SACT)
৪। অধ্যাপক শুভম দাস (SACT)
৫। অধ্যাপক কিশোর পাল (SACT)

ইতিহাস বিভাগ

১। অধ্যাপক নির্মল হাটী
২। অধ্যাপিকা ডঃ সুতপা সাহা (মিত্র)
৩। অধ্যাপক ডঃ অখিল সরকার
৪। অধ্যাপিকা তারামণি তরফদার (SACT)
৫। অধ্যাপিকা শ্রাবন্তি দাস (SACT)

শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

১। অতিথি অধ্যাপক সুধাংশু মন্ডল
২। অধ্যাপক আব্দুর লতিফ শেখ (SACT)
৩। অধ্যাপিকা পূজাশ্রী চক্রবর্তী (SACT)

অর্থনীতি বিভাগ

১। অধ্যাপক বাদল কুমার দত্ত
২। অধ্যাপিকা সঙ্গীতা দত্ত
৩। অধ্যাপক ডঃ অনুপ কুমার সাহা

ইংরাজি বিভাগ

১। অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার বিশ্বাস
২। অধ্যাপক পীযুষ ভদ্র
৩। অধ্যাপক রুপেন মণ্ডল
৪। অধ্যাপক দীপাঞ্জন ঘোষ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

১। অধ্যাপক দেবাশিস দাশ
২। অধ্যাপক সমীর মিত্র
৩। অধ্যাপক রিন্টু মাহন্ত
৪। অধ্যাপক সোমনাথ পাল (SACT)
৫। অধ্যাপিকা অনিতা রায় (SACT)
৬। অধ্যাপক সুব্রত দাস (SACT)

ভূগোল বিভাগ

১। অধ্যাপিকা শিল্পী মণ্ডল (SACT)
২। অধ্যাপক ফারুক বিশ্বাস (CWTT)
৩। অধ্যাপিকা সায়নী সাহা (Academic Counselor)
৪। অধ্যাপিকা মীণাক্ষী মণ্ডল (Academic Counselor)

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী

বিজ্ঞান বিভাগ

গণিত বিভাগ

১। অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার মণ্ডল
২। অধ্যাপক ডঃ দেবীপ্রসাদ আচার্য
৩। অধ্যাপক ডঃ সমীরণ সেনাপতি
৪। অধ্যাপক ডঃ চিন্ময় বিশ্বাস
৫। অধ্যাপক শুভজিৎ সেন (SACT)

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

১। অধ্যাপক ডঃ প্রভাস মণ্ডল
২। অধ্যাপক ডঃ নির্মলেন্দু গণাই
৩। অধ্যাপক রাজকুমার মণ্ডল
৪। অধ্যাপক ডঃ অসীম কুমার বিশ্বাস
৫। অধ্যাপিকা নিদর্শনা গুহ (SACT)
৬। অধ্যাপক সুদীপ্ত মোদক (SACT)

রসায়ন বিভাগ

১। অধ্যাপক ডঃ মৌসুমী রায়চৌধুরী
২। অধ্যাপক পঙ্কজ সরকার
৩। অধ্যাপক ডঃ ভাস্কর চ্যাটার্জী
৪। অধ্যাপিকা ডঃ সোমা শেঠ (দুলে)
৫। অধ্যাপিকা মণিষা দাস (SACT)

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

১। অধ্যাপিকা ডঃ মধুবন দত্ত
২। অধ্যাপক ডঃ নির্মাল্য দাস
৩। অধ্যাপিকা ডঃ শুচিস্মিতা চ্যাটার্জী সাহা
৪। অধ্যাপক অনিকেত বিশ্বাস
(Academic Counselor)
৫। অধ্যাপিকা চন্দ্রিমা মজুমদার
(Academic Counselor)

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

১। অধ্যাপিকা ডঃ স্বাতী দাশ (সুর)
২। অধ্যাপক ডঃ শুভদীপ চক্রবর্ত্তী
৩। অধ্যাপক অমিত হালদার
৪। অধ্যাপক ডঃ কৌশিক সেনগুপ্ত (SACT)
৫। অধ্যাপিকা ডঃ দময়ন্তী ভট্টাচার্য (SACT)

পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ

১। অধ্যাপক ডঃ অনির্বাণ বিশ্বাস (SACT)
২। অধ্যাপিকা শুচিস্মিতা সাহা (SACT)
৩। অধ্যাপক কিরণ ভট্টাচার্য
(Academic Counselor)

কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ

১। অধ্যাপিকা নিমিষা রায় (SACT)
২। অধ্যাপক অনির্বাণ ভরসা (CWTT)
৩। অধ্যাপক দেবব্রত দাস (Academic Counselor)
৪। অধ্যাপক প্রসেনজিৎ দাস
(Academic Counselor)
৫। অধ্যাপক ব্রজকিশোর নাথ
(Academic Counselor)

বাণিজ্য বিভাগ

১। অধ্যাপক ডঃ প্রণব নাগ
২। অধ্যাপক ডঃ স্বপন কুমার রায় (অধ্যক্ষ)
৩। অধ্যাপক ডঃ জয়দীপ দাশগুপ্ত
৪। অধ্যাপক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী
৫। অধ্যাপক ডঃ তপন কুমার সামন্ত
৬। অধ্যাপক ডঃ অমিত কুমার চক্রবর্তী
৭। অধ্যাপক অমিত কুমার বিশ্বাস (SACT)

শারীরতত্ত্ব বিভাগ

১। অতিথি অধ্যাপক দেবব্রত বিশ্বাস
২। অতিথি অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ সরকার
৩। অতিথি অধ্যাপক নিশীথ কুমার সরকার

গ্রন্থাগার বিভাগ

১। শ্রী অমলেন্দু দাস — গ্রন্থাগারিক

আমাদের শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

অফিস কর্মী

১।	শ্রী অশোক দে	-	কোষাধ্যক্ষ
২।	শ্রী বাদল দত্ত	-	হিসাবরক্ষক (অস্থায়ী)
৩।	শ্রী সুরজিৎ নন্দী	-	করণিক (অস্থায়ী)
৪।	শ্রী তরুণ কান্তি ঘোষাল	-	করণিক (অস্থায়ী)
৫।	শ্রী দেবব্রত মোদক	-	করণিক (অস্থায়ী) এন.সি.সি. অফিস কর্মী
৬।	শ্রী অনির্বাণ ঘোষ	-	করণিক (অস্থায়ী)
৭।	শ্রী সিদ্ধার্থ গুঁই	-	করণিক (অস্থায়ী)
৮।	শ্রী জয়দেব দাস	-	পিওন
৯।	শ্রী গণেশ ভট্ট	-	দারোয়ান
১০।	শ্রী আনন্দ হাড়ি	-	পিওন
১১।	শ্রী জ্যোতির্ময় চক্রবর্ত্তী	-	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী (অস্থায়ী)
১২।	শ্রী মিঠুন দে	-	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী (অস্থায়ী)
১৩।	শ্রী স্বপন দেবনাথ	-	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী (অস্থায়ী)
১৪।	শ্রী সোমনাথ মল্লিক	-	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী, ইলেকট্রিশিয়ান (অস্থায়ী)
১৫।	শ্রী জগন্নাথ নাথ	-	মালি (অস্থায়ী)
১৬।	শ্রী নিমাই মিত্র	-	নিরাপত্তা রক্ষী (অস্থায়ী)
১৭।	শ্রী সৌরভ দেবনাথ	-	নিরাপত্তা রক্ষী (অস্থায়ী)

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

১।	শ্রী মনোতোষ সরকার	-	বীক্ষণাগার কর্মী
২।	শ্রী সৌমেন কুমার দাস	-	বীক্ষণাগার কর্মী

উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগ

১।	শ্রী সুরাজ বণিক	-	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)

পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ

১।	শ্রী সাধন বণিক	-	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)

পদার্থ বিদ্যা বিভাগ

১।	শ্রী গৌরচন্দ্র ঘোষ	-	বীক্ষণাগার কর্মী

গ্রন্থাগার বিভাগ

১।	শ্রীমতি ঝুমা সাহা	-	গ্রন্থাগার করণিক (অস্থায়ী)
২।	শ্রী নৃসিংহ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	-	গ্রন্থাগার পিওন(অস্থায়ী)
৩।	শ্রী দীপঙ্কর দাস	-	গ্রন্থাগার পিওন(অস্থায়ী)

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র—ছাত্রীদের দাবী

১। নতুন রূপে কলেজ সাজিয়ে তোলা।
২। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর অভাব অভিযোগ খতিয়ে দেখা ও সমস্যার সমাধান করা।
৩। কলেজের সাইকেল গ্যারেজের আয়তন বৃদ্ধি করা।
৪। কলেজ N.C.C. ও N.S.S. কে আরও সক্রিয় করা।
৫। কলেজে যথেষ্ট পরিমাণে অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ করা।
৬। কলেজ Book Bank এর ব্যবস্থা করা।
৭। কলেজ প্রাঙ্গনে একটি সুন্দর উদ্যান তৈরী করা।
৮। দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীদের অর্ধেক / পুরো কমপেনশেসনের ব্যবস্থা করা।
৯। কলেজ ক্যান্টিনকে পুনরায় চালু করা।
১০। সমস্ত B.Sc. ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত গবেষণাগারের (আধুনিক যন্ত্রাদিসহ) ব্যবস্থা করা।
১১। কলেজে পাণীয় জলের ব্যবস্থা আরো উন্নত করা।
১২। কলেজে ব্যবহার যোগ্য বাথরুম এর উন্নতি সাধন করা।
১৩। লেডিস SC/ST Hostel চালু করা
১৪। বয়েজ SC/ST Hostel চালু করা।
১৫। দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পরিবহন ভাতা চালু করা।

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র—ছাত্রীদের সাফল্য

১। কলেজের লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বইয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
২। কলেজ লাইব্রেরীতে Online e-book এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৩। Geography তে পঠন পাঠন শুরু করা হয়েছে।
৪। Computer Science এ পঠন পাঠন শুরু করা হয়েছে।
৫। Physical Education বিভাগ চালু করা হয়েছে।
৬। স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরী করা হয়েছে।
৭। অনার্স ও পাশ কোর্সে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৮। বিভিন্ন শূন্যপদে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।
৯। অত্যাধুনিক কলেজ অফিস তৈরী করা হয়েছে।
১০। লাইব্রেরীকে নতুন করে সাজানো হয়েছে।
১১। অনেকগুলো ক্লাসরুমকে নতুন করে সাজানো হয়েছে।
১২। কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য Multi- Gym-র ব্যবস্থা হয়েছে।
১৩। নতুন করে কলেজকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে।
১৪। লেডিস Hostel চালু হয়েছে। (সকলের জন্য)
১৫। বয়েজ SC/ST Hostel চালু হয়েছে।
১৬। বাসকেট বল কোর্ট হয়েছে।
১৭। উপযুকক্ত সেমিনার কক্ষ তৈরী হয়েছে।
১৮। কলেজে লেডিস বাথরুম তৈরী হয়েছে।

কবিতা

মনের স্মৃতিকথা

কথা বলতে প্রথম শিখে বলেছিলাম মা
সেদিন মা আদর করে বলেছিল সোনা।

জীবনে প্রথম হাতে খড়ি মায়ের কাছে হয়
মায়ের সাথেই প্রথম বিদ্যালয়ে যায়।।

মনে পড়ে প্রথমদিন বিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা
আপনজনদের ছেড়ে, কিছু সময় কাটানোর ব্যথা।

মনে পড়ে বন্ধুদের সাথে কত মজার খেলা
দুষ্টুমি, খুনসুটি, লুকোচুরি, মেলা রে মেলা।।

পরীক্ষার সময় মা বলত-মন দিয়ে পড়
বাবা বলত ঠান্ডা মাথায় লিখবি উত্তর।

বিদ্যালয়কে ভালোবেসে ভরে আমার মন,
দ্বাদশ শ্রেণির বিদায়বেলায় কেঁদে ওঠে প্রাণ।

পুরোনো দিনের কথা ভাবলে বড় দুঃখ হয়,
বিদ্যালয় জীবনের দিনগুলি মনে পড়ে যায়।।

কী আর করব ভেবে পুরোনো দিনের কথা,
যেসব দিন চলে যায়, সেটা ভাবাই বৃথা।

মা-বাবার আশীর্বাদ, থাকলে নেই তো কোনো ভয়
সব বাঁধা - বিঘ্ন পেরিয়ে সাফল্য লাভ হয়।

বাবা-মার কথা শুনে জীবন তৈরি করো
বর্তমানে দাঁড়িয়ে সবাই ভবিষ্যতকে গড়ো।

অঙ্কিতা সাহা
Pass Course(SEM-V)

কবিতা

THE NIGHT LIKE US

While sun sets too differently, like it hides,
Then dusk sleeps, night becomes hollow, still dark
Like us, like dreams, fading bit by bit
Nothing stays in place at least;
For end is never an end
After an eternity, may yellow slow on east.
Let the world glow again, taking a long rest.
Like us, like this night,
And slowly let the stars cry, a little lot.
Like us, like nobody,
We will come again, take another birth
Like earth is the mother of heaven,
Nature will never be this dead then.
Waking from sleep long from somewhere we know not now
We will draw then a good sky with some good trees with this night,
No minds, no cities;
No summers, no winters;
Grass will feed only dew of springs, like us;
Like a tranquil night, like a heart beating for another
To live like we were always there.

শঙ্কর চক্রবর্তী
কম্পিউটার সায়েন্স অনার্স (SEM-III)

কবিতা

সুখ

জীবনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে যখন কোনো হিসাব-ই খুঁজে পেলাম না, ঠিক
তখনই আমি জীবনের মানেটা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।
জীবনের কানায়, কানায় যখন দুঃখ পরিপূর্ণ থাকে
তখন সুখের আত্মা কথাটা অলীক স্বপ্ন মাত্র।
তবু আমরা সুখের স্বপ্ন দেখে সুখী হতে চাই প্রতিনিয়ত - এই বুঝি সুখ এলো,
সুখ আসলে জীবনে মরিচীকার মতো, আর আমরা সবাই সেই মরুপথের পথিক।
সুখ লাভের আশায় আমরা নিজেকে এমন জায়গায় রেখে তুলনা করি
নিজেদের সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের জীবন শেষ হয়ে গেলেও
সুখের দেখা আমরা পাই না।
আর এইসবরে জন্য দায়ী আমরা নিজেরাই,
নিজেকে সবসময় অন্যের জীবনের সাথে
তুলনা করি, ওর এটা আছে আমার কেন নেই?
কিন্তু কখনোও এটা দেখিনা আমার যা আছে সেটাও তো অনেকের কাছে নেই-
কিন্তু আমরা সমবসময় আমাদের থেকে ভালো থাকা
মানুষজনদের নিয়ে ভেবে জীবনে দুঃখ কিনে ফিরি।
যদি আমরা আমাদের থেকে কষ্টে থাকা মানুষদের দিকে আলোকপাত করি
তবে জীবনে আপনি অনেক সুখ কিনে ঘরে ফিরতে পারবেন।
আসলে সুখের সন্ধানে সারাদিন, সারারাত আমাদের অভিলাষী মন।
সুখ যে আসলে কী সেটা না বুঝেই চিল্লিয়ে গলা ফাটাই।
আমরা সবাই আসলেই সত্যি বড্ড বোকা, সেটা আমাদের
ভাবনা-চেতনার মধ্যে লুকিয়ে থাকে তাকে খুঁজতেই আমরা
হন্যে হয়ে ঘুরে বেরাই।
শুধু দেখবার দৃষ্টিকোন বদলালেই হয়তো সুখের সে গোপন সুরঙ্গে আমরা
প্রবেশ করতে পারবো।
মিথ্যা স্বপ্ন নিয়ে জীবনে না বাঁচাই শ্রেয়, তাতে দুঃখ বাড়ে, জীবনে
যন্ত্রণা বয়ে নিয়ে আসে।
ভরসা রাখুন নিজের ওপর দেখবেন জীবনে
একদিন কালোমেঘ সরে গিয়ে স্বচ্ছ আকাশ
দেখেতে পাবেন।
আমার এটা নেই, আমার ওটা নেই, আমি কিছু পেলাম না কেন
এ-সব ভাবনা নিয়ে থাকলে আমি হলফ করে বলতে পারি
সুখ কী তা আপনি উপলবিব্ধ করতে পারবেন না, শশুধু
মরুপথের পথিক পহয়ে মরিচীকার পেছনে ছুটতে গিয়ে যেদিন আপনি
আপনার জীবনের শেষদিনে এসে পৌঁছাবেন সেদিনও বলবেন
কী পেলাম জীবনে...?

সুরজবণিক
বীক্ষণাগার কর্মী (বটানি ডিপার্টমেন্ট)

প্রবন্ধ

পন্ডিতা রমাবাঈ

পন্ডিতা রমাবাঈ *১৯৫৮-১৯২২) ছিলেন একজন খ্যাতিসম্পন্ন সমাজ ষতস্কারক এবত সর্বপ্রথম মহিলাদের ওপর গুরুত্ব আরোপকারী ভারতীয় রাষ্ট্রতাত্ত্বিক। তাই তাকে প্রথম আদুনিক ভারতের নারীবাদী তাত্ত্বিক বলা হয়। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে কিন্তু তিনি বিবাহ করেছিলেন মেধাবী বিহারী নামক এক শূদ্র জাতির পুরুষকে। যেই জন্যই তিনি ভোগ করেছেন বা শিকার হয়েছিলেন সামাজিক শ্রেণী বিভাজনের বৈষম্যের। অথচ তিনি তার বংশ-পরম্পরায় রক্ষাকারী সাংস্কৃতিক জ্ঞান অর্জনকারী উচ্চশিক্ষিত এবং তিনি ১২ বছর বসে মা এবং বাবা দুজনের অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহে পুরাণের ১৮০০০ শ্লোক মুখস্ত করেন। তিনি বেদ, উপনিষদ, পুরান, মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করেন। আর এই জন্যই ১৮৭৮ সালে ক্যালকাটা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে পন্ডিতা এবং সরস্বতী উপাধিন দেন। পরবর্তী সময়ে পন্ডিতা রমাবাই যখন কলকাতায় আসেন তখন সমাজ সংস্কারক কেশবচন্দ্র সেনের সাএথ তাঁর পরিচয় হয়। তখন কেশবচন্দ্র সেন তাকে সমস্ত হিন্দু সাহিত্যের সবচেয়ে পবিত্র বেদের একটি অনুলিপি তাঁর হাতে তুলে দেন এবং তাকে সেগুলি পড়তে উৎসাহিত করেছিলেন।

পন্ডিতা রমাবাঈ তৎকালীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার লিঙ্গ ও সামাজিক বৈষম্য জাত-পাত বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কার প্রথা আচার-াচরণ দেখার পাশাপাশি শিকার হন ও তিনি দূরীকরণের জন্য আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর লেখা 'স্ত্রী ধর্মনীতি' ও **'The High Caste Hindu Woman'** গ্রন্থে তাঁর যাবতীয় অভিজ্ঞতা ও নারীবাদী ধ্যান ধারণার প্রকাশ পাওয়া যায়। তিনি সামাজিক সংস্কার, মহিলাদের অধিকার, সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এর পাশাপাশি সামাজিক ন্যায়, নারীদের অধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলির তৎকালীন সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করেছিলেন।

যেমন **Mary Wollstonecraft** বিশ্বের প্রথম নারীবাদী তাত্ত্বিক তেমনি পন্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতী ছিলেন প্রথম আধুনিক ভারতীয় নারীবাদী। তাই তিনি দৃষ্টি দিয়েছিলেন উচ্চ বংশধারী হিন্দু মহিলা সমাজের বিভিন্ন সংস্কারের ওপর। কারণ সামাজিক বৈষম্য দরীকরণ করতে পারে উচ্চ বংশধারীরাই, তারা সামাজিক বেড়াজাল ভেদ করে সমাজের সকল স্তরের মহিলাদের ওপর সাম্য আনতে পারে এবং তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অবসান ও নারীদের সমান সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য রমাবাঈ সংগ্রাম চালিয়েছেন। কারণ তৎকালন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যে ধর্ম, অর্থকর্ম ভিত্তিতে যে পুরুষতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ছিল তা রমাবাঈ দূরীকরণ করতে চেয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন সামাজিক ন্যায় । এর জন্য তিনি ব্রিইঠশ ও আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি সেখানকার মহিলা সমাজের চেতনা গ্রহণ করে ভারতে মহিলাদের ওপর তিনি সামাজিক বেড়াজালকে ভেদ করে গি ক্ষত সচেতন নারী পুরুষের সমান অধিকার সম্পন্ন এক সামাজিক চেতনা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'আর্য মহিলা সমাজ' (১৮৮৫), 'মুক্তি মিশন' (১৮৮৯) প্রভৃতির মাধ্যমে হিন্দু সমাজের বেড়াজাল অতিক্রম করে, সামাজিক বেড়াজাল অতিক্রম করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন

দেশত্ববোধক সাম্যসম্পন্ন নারী পুরুষের সমান অধিকার। তিনি সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য মহিলাদের শিক্ষা সচেতন প্রভৃতি ব্যবস্থা করান। তিনি এর জন্য 'সারদা সদন', 'রমাবাঈ অ্যাসোসিয়েশন' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন বেং নারীদের অধিকার ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেন। যেমন খ্রিস্টান হাই স্কুল এবং তিনি মুক্তি মিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দূরীকরণ করেছিলেন সামাজিক জাতিভেদ বৈষম্য এবং লিঙ্গ বৈষম্যের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন দীর্ঘকাল ব্যাপী। তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন হিন্দু নারীদের সমান অধিকার, মুক্ত জীবন যাপন এবং মুক্তভাবে চলাফেরা ও শিক্ষা গ্রহণ। তিনি দূর করতে চেয়েছিলেন বাল্য নারী বিবাহ প্রথা।

রমাবাঈ সরস্বতী নারীদের উন্নয়নের জন্য তিনটি ব্যবস্থার কথা বলেছেন। যথা— (১) আত্মনির্ভরশীলতা, (২) শিক্ষিত হওয়া, (৩) প্রকৃত শিক্ষায় মেধা শিক্ষিত হওয়া নারী শিক্ষা। তাই তৎকালীন সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝাতে চেয়েছেন সামাজিক ক্ষেত্রে নারীরাও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যদি তারা সংগ্রামের মাধ্যমে নিজ কর্ম, নিজ শিক্ষা, আগ্রহ প্রকাশ এবং প্রকৃত মহিলা শিক্ষার দ্বারা শিক্ষিত হলে সমাজে স্বনির্ভর মহিলা গড়ে উঠবে এবং নারী পুরুষের বৈষম্য দূর হবে। তিনি আরো বলেছেন পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীরা শৈশব এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত নানাভাবে অবহেলিত অত্যাচারিত ও শোষিত হয়। তাই রমাবাঈ নারী অত্যাচার বন্ধের জন্য পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রের নারীর জীবনযাপনের ন্যায় ভারত রাষ্ট্রের নারীদের দুর্দশা দূরীকরণ করতে চেয়েছিলেন মুক্তি মিশন, সারদা সদন, আর্য মহিলা সমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের মাধ্যমে।

এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেধা, চিন্তা ও সাহসিকতা দিয়ে যুগে যুগে যেসব নারীরা আজকের অবস্থঅ তৈরি করেন, পন্ডিতা রমাবাঈ তাদের মধ্যে একজন। পন্ডিতা রমাবাঈয়ের সংগ্রামী ইতিহাস যুগে যুগে নারীর অগ্রযাত্রাকে আরো প্রেরণা এবং উৎসাহ যোগাবে। নারীর পদযাত্রাকে করবে দৃঢ়। ১৯২২ সালে এই মহীয়সী নারী মৃত্যুবরণ করে তাঁর কর্মমুখর জীবনের সমাপ্তি করেন।

বাপি দাস
রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স (SEM-V)

THE MODERN WORLD THAT WE DWELL

I've been thinking about my father lately
The person that he made me
The person I've become
And I've been trying to fill all of this empty
But #### I'm still so empty
Yeah, I could use some love

And I've been trying to find a reason to get up
Been trying to find a reason for this stuff
In my bedroom and my closet, the baggage in my heart
Is still so dark

Modern loneliness
We're never alone but always depressed, yeah
Love my friends to death
But I never call and I never text
La di da di da, yeah

My readers,

I`m glad if you took some of your precious time to read, what I have basically "ctrl+v" ed above, yes some of you have guessed it the way I wanted you to, and some of you haven't. Basically some of my readers, after reading the above will be like," hey! Can you explain… duh! of course I can. I can give you a hundred justifications but, hold your horses and buckle up cause the journey is just about to begin.

So the above highlighted is a song…yup it's a song by an American musician who has muse me a lot called Lauv aka Ari, the song is called MODERN LONELINESS. None of my stance matters if you have read the lyrics. Cause it's not just lyrics but "the life we all are dwelling in "the life we chose for ourselves".

We all are humans [p.s I know you didn't thought otherwise ;(], you, them, we all indeed leave our lives the way we want to, but "do we/ are we really leaving our lives the way we wanted it to? More like the way we imagined to live it?". When we greet someone we generally go by, "HEY! WHATS UP? / HOW IS IT GOING?" and it's not about you or me or anyone else but we all in general greet each other by, "I'M GOOD", but do we really want to say that? Do we really feel that ?. If you ask me, I

would say, no. I don't really feel what I say, at least not always. For me I had so much to rent on, to cry my heart out on, to laugh like a freak on but sometimes all I think about is...no, don't say it just end it with a bland and small and sweet I'M FINE. Whilst the inner me screams within to say please don't leave just yet not. I need a shoulder to cry on, I need you to stay and say...yes you were in the right place and they were in the wrong, it's just a hapless day and it will pass. The tomorrow which we are going to embrace together is a bright sunny day and this claggy, chilly day will pass, someone who would not tell me to stop crying but say , cry…let your emotions pass away. It's better to let go than to lurk and suffer alone.

Homie`s if you are just vibing the song I mentioned above right now whilst reading me (my thoughts of course), you may or may not have come across the line…" MODERN LONELINESS, WE NEVER ALONE BUT ALWAYS DEPRESSED". Now you, my homie`s will be like, why particularly this line? This line because we are urbanized indeed modern people we have learned to keep all our problems to ourselves and show the world a smiling face. But there are times when we can't handle the agony anymore, we need to ooze it out and then my friends' creation of picture void, alias online accounts are borned. Ultimately we show the world we truly are but not who we are. We like to be comforted but not at the cost of revealing ourselves truly to the world. This too not until we stop talking to ourselves, asking time to time for solutions to ourselves for the problems we are in. We modern people are never alone cause we can't stop talking to ourselves, to survive to maintain the perfect image to the outside world we create characters within ourselves hoping they will guide us to tranquillity. For us GETTING CLOSE IS OKAY UNTIL AND UNLESS ITS IN CENTIMETERS AND PERIMETERS. We people are better off over the screen.

Everything around us is changing, be it people or universe itself (I know my writing style too). Nothing is permanent, THINGS WHICH ARE MANUFACTURED NEEDED TO EXPIRE. The only thing that's inhibiting this pretty quote of mine to petty is OUR THINKING, the way to ponder happenings. You know what it's time we should change the way we think too. Why can't we try just a little and intervene in the routes of our thoughts? Why can't we stop thinking and counting, "how many times or how much we fail?" and start to think, "how much more closer we are to success". Everytime we fail we lose morals, but why can't we process our brains like, every failure is a step closer to success, the more we fail the more we pinpoint even the smallest clue to success. The more we fail the more we know what are the complete don'ts in the journey to success. Achieving success is difficult but being able to nurture and keeping it, is the challenge. And no one but a thousand time failure can do this job the best. when we succeed we greet prestige, gay, responsibility but when we loose/ when we fall out we build fortitude, get resilient, acquire knowledge and most importantly get tactful which ultimately hauls us towards us towards success. All we have to do after we fall out is to stand up, learn from mistakes and try

again. It's not that hard, is it?. Not now, not today, not tomorrow, but yes never is not a word its rather someday. By so far growing from infant to a fully sprouted adult we fall a thousand- millionth of time, it's in our nature, so now let's make it our strongest weapon upon leading life too. We learned to walk after we fall, we will learn to rise after we fail, its nature mate accept it. WAVERING OUR OLD SCHOOL THOUGHT PROCESS CAN BENEFIT US A LOT AND WORDS LIKE DEPRESSION, ANXIETY, MODERN LONELINESS WILL START TO EXTINCT.

Finally it's the end, end of my thoughts and beginning of yours. The things today I learned whilst and after penning down my peace of mind is, it's not always about, let's talk about it yesterday or tomorrow, it's about saying I'm here to listen. Prioritizing what we lost or what our miseries seems is an easier task than thinking of what we should do ahead from here. It says ALL THE HAPPENINGS IN LIFE SEEMS EASY FROM AFAR, so why not just mold this little verdict like, LET US ALL SEE OUR SUFFERINGS LIKE ITS FROM AFAR. Everyone out there, let's just try and make our tragedy into comedy, cause time will never give you situations where you are allowed to laugh recklessly when you start growing up. SO LET US NOT JUST SEARCH FOR HAPPINESS BUT MAKE SOME WITHIN. LET US PINKY SWEAR EACH OTHER TO SMILE,GRIN,LAUGH,SNICKER AND TRY TO TOPPLE ALL THOSE THINGS THAT SEEMS LIKE TRYING TO SHAKE OUR LITTLE HAPPY WORLD UPSIDE DOWN.

Lastly, before I leave, I know it's already a very big journey and I'm more than greatly honoured and thankful for you all if you came this far or maybe even if you started and ended within the first two lines.

মিতালী ঘোষ
বটানি অনার্স (SEM-V)

A ROSE BY THE ROAD

Who sees that rose flying with wind by the road day and night?
As if it was born to fly, not those birds high.
No more wanting blossoms, no more,
As if it's crying for the sky much high, and those clouds.
I have seen the rose, I have seen
And I asked her pains, like a tree and she said.
Slowly I stepped closer, plucked her near my chest
And felt her, she was looking for her nest, looking up;
I too dreamt but I am not a rose, she is,
She went high giving me her Red.
Slowly, slowly
She flied away as if a bird that high
As if she was not a Rose.
Like me, waiting for someone to free
To go back to clouds from where like angels we came.

শঙ্কর চক্রবর্তী
কম্পিউটার সায়েন্স অনার্স
(SEM-III)

Bachelor's Happiness....

হ্যাঁ, এটা প্রথম দিনই ছিল বোধহয়
আমার পথ কলেজের দিকে,
হয়ত এক স্কুল ফ্ল্যাশপেজ হয়ে।
নতুন একটা ব্যাগ, বই নেই যদিও
ভেতরে একটু ভারী কিন্তু লাজুক মন নিয়ে
শুরু হল যেই ঘন্টা ; পুরানো ভাব নিয়ে।
ছিলাম সেই চেনা - অচেনার মাঝে
হাসি ঠাট্টা, গল্প- টিটকারি আসেনি তখনও কাছে
আছি তখনও বসে, ঠিক জানলাটার পাশে।
সেই অচেনাভাব থেকে চেনা পরিবার
আর চেনা-র অচেনা কারবার
সবেরই মাঝে পেলাম কে অন্য পরিবার।
'চল আজ চা হয়ে যাক থেকে
'আজ তুই খাওয়াবি'-র Business
we bachelors all found HAPPINESS

শ্যামসুন্দর সাহা
রসায়ন অনার্স (SEM-III)

কবিতা

আশ্চর্য যান্ত্রিকতা

সমস্ত যান্ত্রিকতার মাঝবরাবর মানুষ হারিয়ে
ফেলছে তার গতিগুলি, ঝিমিয়ে পড়ছে! বা কখনো
সামান্য উদ্দীপনা দেখাচ্ছে যে আজও তাঁরা বেঁচেবর্তে
দিব্যি আছে! নিয়মমাফিক উঠছে সকাল
বেলায় তাদের কাজকর্মগুলি নিছক তালিকার
মতো বাঁধা ধরা? কী আশ্চর্য না! রক্তমাংস
দিয়ে গড়া একটা জীব বলা ভুল হয় জীবগুচ্ছ
তাও কিবা বলে এরা যান্ত্রিক নিয়মের
বাঁধাধরা কালে আবদ্ধ, আশ্চর্য আশ্চর্য
যান্ত্রিক সব মানে রক্ত মাংস, হৃদপিন্ড, ফুসফুস,
ধমনী, শিরা, উপশিরা কতকি নিয়ে যে গঠিত
মানব দেহ! যান্ত্রিক না হলেও এগুলি
যান্ত্রিকতার সমান নয় কী! রোজ সকাল
থেকে রাত পর্যন্ত কেনাগারে খেটে যাওয়া
মাথা নিচু করে মুখ তোলবার মতো সময়
থাকে না আবারতারা নাকি যান্ত্রিকতার-
মাঝ দিয়ে কোমল পরিবেশকে বাঁচাতে চায়!
বাঁচাবে নাকি মেরে ফেলবে নিজেরাই সেটাই বুঝতে
পারে না এরা। বাঁচানোর বদলা হিসেবে তাঁরা
সমস্তটা ধ্বংস করে শেষ করে দিতে চায় নিজের
যান্ত্রিকতার করাল গ্রাস দিয়ে। হারিয়ে ফেলছে
মানুষ তার যেই কোমল হৃদয়গুলি যেখানে প্রতিনিয়ত
কোমল উদিত হয়, পাখিরা কুহেলিকা কুঞ্জন
গায়, সূর্য তার লাল আলো দিয়ে সমস্তটাকে
রঙিন আবেগময় করে তোলে, সেখানে সূর্য অস্ত গেলে
অন্ধকার নামার যে সন্নিদিগন্ত মূহুর্ত তা খঞ্জর
ন্যায় বুকে বাদিত... ধ্বনি তালে উত্তাল
কবে বলে ভালোবাসিতে যান্ত্রিকতার বেড়াজাল
কে ভাঙিতে বলে, প্রকৃতির এই লাবণ্যময়ী আকাশ
কে যে সান্নিকর্ষণ গ্রাসে আপন করে নেয়,
সেই পুরাতন দিনের মতো আবার বলে উঠি চল

-'হে আভাময় ফিরাত্ত আভা
ঘুচাও যান্ত্রিকতার গ্লানি,
দাও হেরি ফিরায়ে তব মুর্ছায়িত
হয়ে ওঠার বাণী।'
আজও হয়তো অপেক্ষায় থাকি যেই
সুবর্ণ সর্ণালি মনানিবিমিত মানুষকে
ফিরাই আজ।

সৌমিতা মিত্র
রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স (SEM-III)

গল্প

যা দেবী সর্বভূতেষু

- ' চোখ, কান আর মাথা সবটাই তো গেছে, যা দেখছি।'

-'কেন, ঠাম্মা আমি তো কত সুন্দর করেই সাজলাম।'

- 'বলি, কার জামা পড়েছিস ?'

- 'আহা। মা ছেড়ে দাও, ও মনে হয় বুঝতে পারেনি।'

- 'যাও বাবু মায়ের কাছে যাও, মা নতুন জামা পড়িয়ে তোমায় তৈরি করে দেবে।'

- 'উফ্‌ফ এই ছেলেকে নিয়ে তো পারা যায় না। বংশের প্রদীপ সে নাকি তার এরকম মেয়েলিপনা, দিন দিন যেন বাড়ছে। কোথা থেকে মেয়েদের জামা পড়ে চলে এসেছে। কোথা থেকে যে পেল ওটা। ওই দরিদ্রদের বস্ত্রদানের কোনো জামা মনে হয়। আর পারিনা বাপু। শোন খোকা বৌমাকে রাশ ধরতে বল।'

ঠাকুর দালান, সপ্তমীর পূজা চলছে। নবপত্রিকা স্নান শেষ। ঢাকের আওয়াজের তালে চারিদিকটা মুখর হয়ে রয়েছে। ধূপের, কর্পূরের সুবাস বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। পুরোহিত মশায়ের মন্ত্রোচ্চারণে এর সাথে মিশে যাচ্ছে সারাটা বছর অপেক্ষার পর মাকে দেখার আনন্দ, কত প্রার্থনা, আর্তি। মা অলক্ষ্যে পরখ করছেন সব।

প্রায় ২৫০ বছরের পুরোনো পূজো। ছোট্ট মফঃস্বল আহেরীনগর। শরৎচন্দ্র ধার নিয়ে বলা যায়, গ্রাম ছোটো, জমিদার আরো ছোটো, তবে দাপট ততোধিক। একসময়ের দাপুটে জমিদারদের বনেদিয়ানা জমিদারের মতোই ক্ষয়িষ্ণু। নামে, আচারে আর এই পূজোয় তাই ঠাহর করানোর চেষ্টা হয়। এখনকার প্রজন্ম - দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে সপ্তর্ষি, বসুষেণ আর প্রাচী ভট্টাচার্য্য তাদের বংশ বাড়াচ্ছে। যদিও মেয়েটির বিবাহ দেওয়া যায়নি। প্রতাপকান্ত ও নির্ঝরণীদেবীর তাই এই মেয়েকে নিয়ে প্রভূত চিন্তা।

প্রাচী যদিও এখন ঠাকুরদালানে নেই। সে তার দোতলার ঘরে। নিভৃতে সে তার ঘরের জানালায় এসে দাঁড়ালো। এই ঘরটা থেকে সরাসরি একতলায় ঠাকুরদালানের সব কিছু দেখা যায়। আজ মনটা আবার কেমন মুষড়ে আছে ওর। এত আলো, রোশনাই, জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন সব এতটা ফিকে কেন লাগছে তার কাছে, সেটাই ঠাহর হচ্ছে না। মনের অলিগলির খবর আজকাল সে ভালোভাবে পায় না। উৎসবের নিয়নে প্রাচী যেন আরো ধূসর হয়ে যাচ্ছে। অথচ এমনটা তো ছিল না ও। ঠাকুর দালানে প্রতিমা গড়ার সময় থেকে প্রতিটা ক্ষণ সে যেন ধরে রাখতে চাইতো। মনের আনাচে কাণাচে টইটুম্বুর করে। তখন হরিদাস জেঠু প্রতিমা গড়তেন। অসাধারণ পুরাণের গল্প বলতে পারতেন মানুষটা। ছোট্ট প্রাচীর মা দুগ্গাকে নিয়ে সব কৌতূহল নিরসন করে দিতেন অনায়াসে। আল্পনা দেওয়ার মহড়া, ড্রয়িং খাতায় সাদা সাদা পালক মেঘ জমা হত। এখন আর সে সব নেই। সেদিন অধীশ্বরকে দেখেছিল ওই বিলের ধারের

রাস্তায় হাঁটতে। তখন কি মনে হয়েছিল ওর জানিনা, তবে বাড়ীতে এসে একটা লাইন বড্ড খচখচ করছিল
- 'দেখেছিলাম আলোর নীচে অপূর্ব সে আলো, স্বীকার করি দুজনকেই মানিয়েছিল ভালো।'
একটা মানুষের ছেড়ে যাওয়া এইভাবে জীবনটাকে ফিকে করে দেয়- প্রাচী যে এত পড়তে ভালোবাসতো, কেন মাঝেমাঝেই এমন হারিয়ে যায় সবকিছুর থেকে দূরে। গিরিরাজ দুহিতা কী সে সব জানে?
বাড়িতে তো সকলে তার গ্রাজুয়েট হতেই সম্বন্ধ দেখতে শুরু করে দিয়েছে। সে কিছুতেই এখন বিয়ে করবে না। পড়তে হবে যে। আবার ধৃতিটা বকা খেল মনে হয়। বড়দার ছেলে, তার ভাইপো। জীবনের নক্সীকাঁথার ভুল মাপের ফোঁড় দিয়েই দেয় ও মাঝেমাঝেই। বড়বৌদিদি অদ্রিজার স্তুতি ততপর। তবলার মতা সকলের সাথে তাল মেলাতে চায়। আর বাচ্চাছেলেটার তালগোল পাকিয়ে যায়। সুধৃতি, সপ্তর্ষি আর অদ্রিজার ছেলে।
ছোটদা মানে বসুসেন এর এখনো বিয়ে না হওয়ায় মানের মতে ধৃতিটা বংশের প্রদীপ। তাই তাকে হতে হবে যাবতীয় গুরুগম্ভীর পৌরুষের ধারক-বাহক, ভাবটা এমন যেন বাজীরাও এর সিকউল হওয়ার দায় নিয়ে নিয়েছে। আজও বেচারা ফ্রক পরে বকা খেয়েছে।।
এই সময়ে ধৃতি ছোট- কাকে তার প্রশ্ন বলছে অন্য এক ঘরে, -আচ্ছা ছোটকা, এই ধরো কোনটা ছেলেদের পোশাক আর কোনটা মেয়েদের সেটা কি ঠাকুর বলে দিয়েছে? বড়ো কঠিন প্রশ্ন উত্তর দিতে পারেনা ছোটকা তাকে। বরং বলে, 'চল তো ছোটকা আমরা ঠাকুর দেখে আসি।'
ছোটকা যেতে যেতে ধৃতিকে বলে- 'কি রে, তুই অসুরকে প্রণাম করেছিস?'
সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই হট্টগোল এর আওয়াজ কানে আসে।
'শোনো বাপু, এটা ভদ্র বাড়ি, এই বাড়ীতে এসব হতে দেব না আমি।'
- 'আর বড়বৌমা, কোনো কেটা কাজ কি তুমি সুষ্ঠুভাবে করতে পারোনো? এত চেঁচামেচি শুনে প্রাচী ওপর থেকে তড়িঘড়ি নেমে এসেছে।
- 'আঃ মা, এত মানুষজনের সামনে বড়বৌদিদিকে ওমন করে বলছো কেন? কি হয়েছে একটু বলবে।
- 'আর কি হয়েছো সবই আমার কপাল! আরে পাথরবাটির ফলপ্রসাদটা নিয়ে তোমার বৌদিদি হাঁটতেই পারছিলেন না। আর কোথা থেকে এইসব হিজড়াদের একজন ওকে ধরে সব ছুঁয়ে দিলে। আগে তো এরা শুধু বাচ্চা নাচাতে বেরোতো, আজকাল আবার লজ্জার মাথা খেয়ে...
- 'থামো মা, অনেক বলেছো, লজ্জার কি আছে? দুর্গাপূজোয় ঠাকুর দেখতে এসেছে। আর অত বড়ো ভারী পাথরবাটি- একটু তো বেসামাল কিছু ঘটতেই পারে, তাড়াতাড়ি করছিল বৌদিদি। আর তুমি - উনি ধরে ফেলেছেন বলে ... উনি তো একটা অ্যাকসিডেন্ট থেকে বাঁচালো ওনাকে ধন্যবাদ জানাও। গেল গেল রব তুলেছো একেবারে।
- 'চুপ কর! এক হিজড়া কে তো এই মেয়েছেলেই বড়ো করছো।
- 'মা, মেয়েছেলে আবার কি শব্দ! আর কে হিজড়ে? তোমার কি মনে হয় হিজড়ে কোনো গালি?'

- 'যার আরাধনা করছো, তাঁর অকাল বোধন করেছিলেন যে রাম তিনিই বলেছিলেন এই তৃতীয় লিঙ্গের মানুসগুলো মঙ্গলের সূচক। তাদের ছাড়া কোনো শুভ কাজ ঘটবে না, আর তোমার আমার সৃষ্টিকর্তা যে এই মানুষকেও গড়েছেন তিনিই।

- ' আর ধৃতি যদি সত্যি তোমাদের মতে মেয়েসুলভ তাতে ক্ষতি কী? অন্তত ও তো আর বন্ধ ঘরে চার দেওয়ালের মধ্যে স্ত্রীকে পেটাচ্ছে না!' মায়ের মুখটা যেন নিমেষে কালো হয়ে যায়।

প্রাচী এগিয়ে গিয়ে বড়বৌদিদিকে জিজ্ঞাসা করে সে ঠিক আছে কিনা, আর তৃতীয় লিঙ্গের মানুষটার সাথে পরিচয় করে ধন্যবাদ জানায়। সে বলে তাঁরা খুবই দুঃখিত তাঁর এইরকম অপমানের জন্য।

- 'বৌদিদি, ওনাকে প্রসাদ দাও।'

-' ধৃতি, শোন তুই যত বড়ো হবি দেখতে পাবি, অনেক মানুষই তোকে সঠিক কার্যকারণ জানতে দিচ্চে না। কিন্তু জানবি, নিজে উদ্যোগ নিয়ে কেউ পাশে না থাকলেও একাই - মনকে বলে দিবি - একলা চলো রে।

প্রাচী কী তার মনকে ও এই কথা বললো, এতগুলো কথা বলার সাহস পেল কি করে সে?

ঠাকুর দালানে মাতৃ মুখটা কী আরো সহাস্য আরা উজ্বল লাগছে?

পাড়ার মাইকে শোনা যায় 'যা দেবী সর্বভূে তেষু, মাতৃ রূপেন সংস্থিতা।'

বৈদান্তী চৌধুরী
জ্যুলজি অনার্স (SEM-V)

কবিতা

প্রথম প্রতিশ্রুতি

প্রথম জীবনে যুবক-যুবতী
সাদা দুই মোমবাতি,
কিছু কিছু রঙিন হয়
আবার কিছু কিছু রংবিহীন।
আসতে আসতে ক্ষয়ে যেতে থাকে
জীবন নদী—
মোহনার খোঁজে তারা
এগোচ্ছে রোজই।
প্রতিশ্রুতি থাকে তাদের
একসাথে থাকার,
শুরু হয় নতুন জীবন
জ্বালিয়ে রাখার।

হাসি-খুশি, দুষ্টুমি
হয় কিছু দিন-
একজন চলে যায়
হঠাৎ একদিন।
অপর জন কাঁদে শুধু
কি করবে এখন ?
মোহনার খোঁজ করে
সে সারাক্ষণ।

প্রতিশ্রুতি ভেঙে রেখে
চলে গেলো সে,
আরেক জন ভাসছে তার
জীবন নদীতে।
বারির ন্যায় বইতে থাকে
একজন যখন-
আরেকজন খোঁজ পায়
মোহনার তখন।
যুবক-যুবতী
সাদা দুই মোমবাতি,
ভেঙে যায় তাদের সেই
প্রথম প্রতিশ্রুতি

প্রিয়াঙ্কা দাস
রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স (SEM-I)

ভ্রমণ

লাভা ঃ অন্তরের তৃপ্তি

নাহ্ !! এভাবে আর সম্ভব না। আমার পক্ষে এভাবে দিন রাত সব সহ্য করে বাঁচা সম্ভব না। আচ্ছা কি চেয়েছিলাম আমি! আমি কিছু তো চাইনি জীবনে। চেয়েছিলাম একটু সুখ, শান্তি আর একটু তৃপ্ততা। তাহলে কেন জীবনটা আমার বিষাদে ভরে যাচ্ছে? কেনো আর দুদন্ড স্থির হয়ে বাঁচতে ইচ্ছে করছে না? জানি না কিছুই জানি না, সকাল সন্ধ্যা ভাবতে ভাবতে মাথাটা জাস্ট ধরে যাচ্ছে আমার। মনে হচ্ছে যাই সোজা গিয়ে ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ি। হয়তো মৃত্যুই এসবের থেকে মুক্তির পথ।

এসব ভাবতে ভাবতেই স্টেশনের দিকে হাঁটছিলাম। ১০টা বেজে ২০ মিনিটে আমার ট্রেন আসবে। আর সেই ট্রেনে চেপে রোজকার ধরাবাধা নিয়মে কলেজের সামনে পৌঁছতে হবে। আর তারপর কলেজে গিয়ে শুরু হবে আরেক নাটক, দত্তবাবুর গরগর করে ইংরেজিতে লেকচার। মানুষটা বোঝেই না যে সদ্য বাংলা মিডিয়াম থেকে উঠে আসা ছাত্রছাত্রীদের প্রথম প্রথম ইংরেজীটা ধরতে অসুবিধা হয়। একেই তো পদার্থবিদ্যা তার ওপর ননস্টপ ওনার লেকচার, জীবনটা একেবারে কয়লা করে দিল।

এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে কলেজের সামনে চলে এসেছি খেয়ালই নেই। যাই হোক এসেছি যখন যাই ওই রাবণের লঙ্কাতে যেখানে স্বয়ং রাবণের ভূমিকাই আছেন আমাদের সবার প্রিয় দত্তবাবু। তবে এসবের মধ্যেও ভালো কি জানো? আমাদের বাকি শিক্ষকরা আমাদের রাজবাবু, নির্মলবাবু, কুমারবাবু, দীপ্তবাবু, প্রভাসবাবু আর প্রত্যেক স্টুডেন্টের মধ্যমণি দর্শনা ম্যাডাম। জানি না এদের সাথে কিভাবে খুব অল্প দিনেই একটা অদ্ভুত সংযোগ তৈরি হয়ে গেছে।

বিশেষ করে রাজাবাবু আর দর্শনা ম্যাম। এরা দুজনেই জানিনা কোন একপ্রকার জাদু বলে সবার মনের কথা প্রায় বুঝে যায়। যদিও এটাকে জাদু নয় সাইকোলজি বলে যেটা দুজনেই খুব ভালো বোঝেন। তাই আমার ব্যাপারা বুঝতেও দুজনের কোনো বেগ পেতে হয়নি।

ডিপার্টমেন্টের সামনে যেতেই স্যাররা প্র্যাক্টিক্যাল শুরু করে দিতে বললেন। এবার প্র্যাক্টিক্যাল অফলাইনে হবে বলেছে তাই জোর কদমে প্র্যাক্টিক্যাল শুরু হয়েছে, সবাই রীতিমত আলোর বেগে সব গুছিয়ে নিচ্ছে। দুঘন্টা প্র্যাক্টিক্যাল করে বসে আছি শোনা গেলো আজ দীপ্ত স্যার আসবেন না, তাই ওনার ক্লাসটা চুপচাপ বসেই কাটিয়ে দেব ভাবলাম। কারণ পরবর্তী ক্লাস আমাদের প্রসাদ স্যারের আছে ম্যাথ ডিপার্টমেন্টে।

চুপচাপ বসে থাকার ইচ্ছে আর পূরণ হলো না, রাজ স্যার আসলেন আর জিজ্ঞেস করলেন ফাঁকা আছি কিনা। হ্যাঁ বলাতে উনি টুকটাক পড়াশুনার বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন আমাদের সাথে। তারপর আসতে আসতে আলোচনা পড়াশুনা থেকে বাস্তব জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতাতে স্থানান্তরিত হলো।

অনেক কিছু বলেছিলেন সেদিন জীবনের ওঠা-নামা নিয়ে। কিভাবে ওনার অতীতের সময় কেটেছে,

জীবনে কোন কোন ভুল করলে বিপদ হতে পারে আরো অনেক। তবে ওনার সব কথার মধ্যে একটা কথা ছিল যেটা মনে গেঁথে আছে -'যা হেয় হোক, মাঠে নেমেছি যখন এরশেষ দেখেই ছাড়বো'। সত্যি বলছি গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল কথাটা শুনে। ভুলে গেছিলাম জীবনের সব সমস্যা সেই মুহূর্তে, নিজেকে একপ্রকার যোদ্ধা মনে হয়েছিল সেদিন। স্যারের কথা শেষ না হতেই সিনিওর দাদারা একপ্রকার নাচতে নাচতে ঘরে আসার অনুমতি নিল। চেঁচিয়ে বলতে লাগলো স্যার আমাদের ট্যুর এবার হবেই কনফার্ম, শুধু এবার ভাই বোনেরা রাজি হলেই হলো।

স্যার দাদাদের থামিয়ে দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন যে, এবার আমাদের ডিপার্টমেন্ট একটা ট্যুরের আয়োজন করেছে তোমরা যারা যেতে ইচ্ছুক নাম দিয়ে দিও। তবে আশা রাখছি গেলে তোমাদের ভালই হবে। অনেক কিছু জানতে পারবে অনেক কিছু শিখতে পারবে। একপ্রকার হুজুকের বসে নাম লিখিয়েই ফেললাম লিস্টে। সব কাজ কমপ্লিট, ব্যাগ গোছানো রেডি হঠাৎ মনে হলো একা যেতে পারবো না- মা বাবাকে ছেড়ে। নির্মল স্যারকে ফোন করলাম যাতে কোনোভাবে টিকিটটা ক্যান্সেল করা যায়। সেদিন স্যারও জীবনে আরেকটা শিক্ষা দিলেন ছোট্ট কিছু কথার মাধ্যমে। তারপর আর খুব একটা ভয় করেনি, মনে সাহস জাগিয়ে নিয়ে বাবা-মাকে বিদায় জানিয়ে রওনা হলাম সুদূর লাভার উদ্দেশ্যে।

সময় যে হয়ে এলো ট্রেনে ওঠার, এবার যে বিদায় দিতে হবে কিছুদিনের জন্য এ শহরকে। চেনা গলি ছেড়ে অচেনার দিকে পা বাড়াতে হবে এবার। একটু অস্বস্তি তো হচ্ছেই, সঙ্গে ভয় তো লেগেই আছে। ট্রেনটা ছেড়ে দিল। চললো তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। শহর পেরিয়ে মাঠ, মাঠ পেরিয়ে গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকলো আমাদের ট্রেন। আসতে আসতে অন্ধকারের রাজত্ব শুরু হলো। আকাশে যেন কেও কালি ঢেলে দিয়েছে। চারিদিকে অন্ধকার, নিস্তব্ধতা আর প্রকৃতি হঠাৎ শান্ত। শুধু মাঝে মাঝে বেঁচে থাকার জানান দিচ্ছে ট্রেনের ইঞ্জিনের আওয়াজ।

প্রথম প্রকৃতির উপস্থিতি এত ভালো ভাবে লক্ষ্য করলাম। রাতের আকাশ কেমন দেখতে হয় ছোটবেলায় দেখেছি, কিন্তু যন্ত্র যুগে এসে তা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম। রাত পাখিদের ডাক, জলের ছন্দ, বাঁধের জল পড়ার আওয়াজ সব মিলিয়ে এক আলাদা জগৎ তৈরি করেছিল।

সকালে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙলো। সোনালী রোদের আলো চোখে পড়ে চোখ যেন ঝলসে যাচ্ছিল। চায়ের বাগান প্রথম দেখতে পেলাম। কি সুন্দর সে দৃশ্য!! সারি সারি করে উঠেছে চায়ের বাগান, মাঝে মাঝে উঁচু উঁচু গাছ। যতদূর দেখা যায় যানবাহনের ধোওয়া নেই, মেঘ মুক্ত খোলা আকাশ দেখা যাচ্চে। আরও এগোতেই তিস্তার ওপর এলাম। নীচে দেখা যায় এখানকার সব চেয়ে বড়ো নদীটি। কিন্তু তার চেহারা যেন বেদনা দিচ্ছে। তার সজল মুক্তোর মতন জল যে কমে এসেছে। মনটা যেন ভারাক্রান্ত হয়ে এলো। কিছুক্ষণ পরে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছলাম। সারা রাতের ধকল, ক্লান্তি দূর করতে আমাদের একটি বিশেষ জায়গাতে নিয়ে যাওয়া হলো । তার পরিবেশও বড্ড মনোমুগ্ধকর। পথচলতি যাত্রীদের আকৃষ্ট করার জন্যই এত আয়োজন তাদের। সব শেষে আবার রওনা দিলাম।

গাড়ি চলতে শুরু করল পাহাড়ের নীচের রাস্তা দিয়ে। ছোটবেলায় বইতে অনেক পড়েছি, শিক্ষিকাদের কাছে গল্পও শুনেছি অনেক গরুমারা অভয়রণ্য নিয়ে। প্রথমবার তা স্বচক্ষে দর্শনের অনুভূতি পেলাম। দু'ধারে সাইনবোর্ডে লেখাগুলো পড়ছিলাম আর ভাবছিলাম যদি কোনো হাতির দেখা মেলে। কিন্তু বিধি বাম ছিল তাই আর সে সৌভাগ্য হলো না।

'আমার চোখে তো সকলই শোভন,
সকলই নবীন, সকলই বিমল, সুনীল আকাশ, শ্যামল কানন,
বিশদ জোছনা, কুসুম কোমল- সকলই আমার মতো।'

শুনেছি প্রকৃতি অনেক ভালো ভালো রোগের ওষুধ, প্রমাণটা একদম হাতেনাতেই পেয়েছিলাম। সবুজের দিকে তাকিয়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম, খুঁজছিলাম নিজেকে ... একটু অন্যভাবে।হয়তো এটাই আমি ছিলাম, হয়তো এটাই আমার রূপ ছিল, যা প্রকৃতি নিংড়ে বার করে নিচ্ছিল।

গাড়ি আসতে আসতে পাহাড়ি রাস্তায় উঠতে শুরু করেছে। দু'ধারে চায়ের বাগানের সন্ধান পেলাম। চারিদিকে সবুজ আর সবুজ, মেলা বসেছে সবুজের মনে হচ্ছে ... ভালোই লাগছে সব মিলিয়ে। মন এখন আগের মতন ভারাক্রান্ত নেই। মাঝখান দিয়ে এঁকে বেঁকে সাপের মতন বয়ে চলেছে রাস্তা। কখনো উঁচু-নিচু, কখনো ভীষণ বাঁক। কল কবজার দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মন শান্ত করে দেওয়া পরিবেশ। শান্ত বাতাসের অগাধ বিচরণ। কোনো ঝগড়া নেই, কোনো দৌড় নেই এগোনোর , মিলে মিশে আছে সব।

হঠাৎ করে নজর গেল রাস্তার দুপাশে। আবারও চায়ের বাগান দেখতে পেলাম। মজার দুনিয়ার ছবির মতোন লাগছিলসবটা। সিনেমার মতোন দেখছিলাম এক ঘর যুবক-যুবতী, বয়স্করা নিখুঁত পারদর্শিতা নিয়ে চা তুলছেন। নেমে কাছে গেলাম কাছ থেকে দেখবো বলে। হয়তো প্রকৃতি চেয়েছিল কিছু সত্য দেখাতে। বোঝাতে চেয়েছিল যা দূর থেকে দেখা যায় তা সব সময় সত্যি নয়। চাঁদ দূর থেকে সুন্দর লাগলেও, তার গায়ে হাজারো কালো দাগ রয়েছে। ঠিক তেমনি সব কিছু সিনেমেটিক মনে হলেও তাদের কষ্টের কোনো অন্ত নেই। কিছু দেখে আর কিছুটা এটকে উপলব্ধি করতে পারলাম ওদের কষ্ট। পেট জ্বালানো খিদে মেটাতে সামান্য অর্থের জন্য জীবনের সব রসটুকু নিংড়ে দিচ্ছে।

সত্যি কিছু সময়ের জন্য জীবনটা হাস্যকর মনে হলো। হাতের কাছে সব কিছু পেয়েও মনে হয় জীবনে কত কষ্ট, মনে হয় জীবনে সুখ শান্তি সাচ্ছন্দ কিছুই নেই ... আর এই মানুষগুলো ?? এরা তো মুখ বুজে নিজেদের ভাগ্য মেনে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। প্রশ্ন আসলো জীবন তবে কি ??

শুরু হলো মনের প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পথ। সময় বইতে থাকলো ওপরের দিকে উঠতে থাকলাম এঁকে বেঁকে। পথের ধার দিয়ে ভারী ভারী বোঝা কাঁধে মানুষের দেখা মিলল।

এবার একটু শীতল ভাব লাগছে চারিদিক। আরো শান্ত হচ্ছে পরিবেশ, যানজটের ভাব আরো কমে গেছে। পাশে বসে থাকা আমার শিক্ষক-শিক্ষিকা আমার ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। প্লে লিস্টে গান বাজছে। আর সাবই তাকিয়ে প্রকৃতি উপভোগ করছি। গাড়ি চালক গাড়ি থামালেন, গাড়ি

থেকে নেমে এগোতেই ছোট্ট ঝর্ণা দেখতে পেলাম। এখানকার বিখ্যাত পিকনিক স্পটও বটে জায়গাটি 'পাপরখেতি'। নামটা উচ্চারণ করতে গেয়েই আমার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। উপর থেকে সব কিছু দেখতে চাইছিলাম কিন্তু হঠাৎ করেই মনে অ্যাডভেঞ্চারের কথা এলো। বেশি সাহস দেখিয়ে শিক্ষক, শিক্ষিকা ও আমার নতুন পরিবারের সদস্যদের সাথে নীচে নামলাম।সে পথও ভারী দুর্গম। কিন্তু পথ দেখিয়ে আমাদের তারাই নিয়ে গেলেন।

ঝর্ণার বয়ে চলা দেখা হয়নি কোনোদিন। তাই এই সুযোগ হাতছাড়া করতে পারিনি। যতটা পেয়েছিলাম লুফে নিয়েছিলাম তার আপন ছন্দে নেমে বয়ে চলার মাধুর্য্য। পাহাড়গুলো তাদের উপস্থিতি আর নির্মমতার পরিচয় তাদের আকৃতিতেই দিয়ে দিয়েছে। আর পাহাড়ি গাছগুলো যেন তার সাথে এক মাদকতার সৃষ্টি করেছে। জলের সেই প্রচন্ড শীতলতা, হাত ছুঁয়ে শরীরের কোষ যেন লজ্জায় মুর্ছা যেতে চাইলো। ফিরতে মন না চাইলেও ফিরতে হয়েছিল, কারণ আরো বেশি কিছু আমাদের জন্য অপেক্ষা করেছিল।

আবারো যাত্রা শুরু হলো এঁকে বেঁকে, বাঁকগুলো যেন এবার আরো ভয়ংকর হয়ে উঠলো। প্রকৃতি যেন তার রাগ বোঝাতে চাইছে এমন আকারের মাধ্যমে। বোঝাতে চাইছে তার ওপর হওয়া ক্ষতর যন্ত্রণা। নিস্পাপ প্রাণীদের ধ্বংস করার প্রতিবাদ জানাচ্ছে ধ্বসে যাওয়া রাস্তার পাথরের টুকরোগুলো। শীতটা এবার অনেকটাই জাঁকিয়ে বসলো ঘাড়ে। এসে পৌঁছালাম 'লাভা'। 'মনে প্রশ্ন জেগেছিল যে লাভা তো গরম, তবে এত শীতল জায়গার নাম কেন লাভা রাখা হয়েছে?' যদিও সে প্রশ্নের উত্তর আমার এখনও অবধি পাওয়া হয়নি।

বিকেলে একটু বেড়িয়েছিলাম, আরো কাছ থেকে দেখতে সবকিছু। কিন্তু যতটা সহজ সবকিছু গাড়িতে উঠতে মনে হয়েছিল ততটা সহজ ছিল না পথ।কোথাও কোথাও এতটা ঢালু ছিল যে উঠতে প্রাণপাখি খাঁচা ছাড়া হয়ে যাচ্ছিল। আর এখানকার মানুষগুলো কত সহজে সব কিছু করে ফেলে। কোনো অভিযোগ নেই তাদের। কষ্ট করে উঠলাম তবুও, প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে। চারিধার দিয়ে পাইন গাছের সারি। এত লম্বা লম্বা গাছ দেখতে গিয়ে ঘাড়টা প্রায় বেঁকেই যাচ্ছিল। পাইন গাছগুলো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমাদের শুভেচ্ছা জানালো এখানে আসার। ভাবলাম একবার বইতে পড়েছিলাম বটে যে এখানে নাকি ওরাং ওটাং দেখতে পাওয়া যায়। আমারও কি তবে দেখতে পাবো এরকম কিছু!! নাকি দেখা মিলবে আরো নতুন কিছুর। দেখা পেলাম না সেই পাহাড়ি প্রাণীদের, কিন্তু দেখা মিলল এখানকার মানুষের ক্রীড়াভ্যাস। দেখছিলাম কতটা নিখুঁত তাদের তীর ছোঁড়ার নিশানা। কতটা পারদর্শী তারা তাদের কাজে।

সন্ধ্যে নামলো, আসত আসতে চারিদিক মেঘে ঢেকে গেল, ঠান্ডা হাওয়া বইছে আর আমরা মেঘের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি। সত্যিই যেন স্বর্গ সুখ অনুভূত হচ্ছে, মনে হচ্ছে এখানেই থেকে যাই সারাজীবন। সব ভুলে চিন্তা মুছে দিয়ে এখানেই নিজের জীবন কাটিয়ে দিই।

রাত্রি নামলো শীতের প্রকোপ আরো বাড়লো, সবি কিছু নিস্তব্ধ মনে হচ্ছে সময় যেন থেমে গেছে।

তারপর চোখ তন্দ্রাচ্ছন্ন হলো।
পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটল।
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর
পাতায়-পাতায় পড়ে নিশির শিশির।

সূর্যের আলো দেখার সৌভাগ্য হলো না সেদিন, প্রকৃতির অশ্রু দিয়ে সকালের শুরু হলো। পাহাড়ের কোলে মেঘের অলসতা কাটলো। নিস্তব্ধ চারিদিক, পাখিরাও আজ ডাকছেনা। হয়তো ওরাও একদিনের বিশ্রাম চাই। কিন্তু ক্ষুধাতে কাতর মানুষগুলো সব কিছু উপেক্ষা করে ছুটে চলেছে গন্তব্যে। দুদিনের ঘুরতে যাওয়া সব কিছু ভালো করলেও, সেই ভালোকে নিখুঁত করার দায়ত্ব কিন্তু তাদের হাতেই।

আরো অজানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আবারও বেরিয়ে পড়লাম পরিবারকে নিয়ে। এবার দেখা মিলল বড় এক পাহাড়ি ঝর্ণার। নাম তার 'ছাংগে ফলস্' কিন্তু সে পথও যে নরকের পথের চেয়েও দুর্গম। তবে কি প্রকৃতি আবারও কোনো শিক্ষা দিতে চাইছে আমাদের! বোঝাতে চাইছে তার হিংস্রতা? ঝর্ণা তো বয়ে যায় নিজের তালে খানিক এঁকে বেঁকে কাউকে পরোয়া না করে। সেই দুর্গম পথ পাড়ি দিই আমরা কি করে? সেই পথে তারাই ফুল ছিটিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেয়। আর তারপর আমরা চোখের তৃষ্ণা মেটাই সেই পথে হেঁটে। সবুজের মাঝে নদী বয়ে চলেছে। একটা সুন্দর মিষ্টি শব্দ ভেসে আসছে কানে। ঝিঁঝিঁ পোকাগুলো ওদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। বাতাস মলিন চুমু আমাদের কপালে এঁকে দিচ্ছে। আর আবারও প্রকৃতি ভালোবেসেআ ামাদেরঅ াহ্বানজ ানাচ্ছে।হ য়তোআ ারোকি ছু বাঝাতেচ াইছে।অ ালোরে পছনের অন্ধকারটা তুলে ধরতে চাইছে। নিচে নেমে কিছু মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দী করলাম। আবারও জলের স্পর্শ পেলাম।

বিদায় দেবার বেলা এখন ঝর্ণাকে। উঠতে হবে বাড়ির জন্য। কি পথ এটা! এত উঁচু যে গড়িয়ে পড়লে মৃত্যু অবধারিত। সেখানেই পাহাড় কেটে সিঁড়ি তৈরির ব্যর্থ প্রচেষ্টা। জীবন যে বেরিয়ে যেতে চাইছে ... শরীরে যে আর পারছে না নিতে এত যন্ত্রণা। কিন্তু এরা কী করে পারছে তবে? ওই ভারী বালির বস্তাগুলো কাঁধে নিয়ে নামা ওঠা করতে! সবটাই কি তবে পেটের দায়ে? দুটো আহারের আশায়? যেখানে আমাদের উঠতে মনে হচ্ছে এর থেকে মৃত্যু ভালো সেখানে এরা হাসি মুখে আমাদের জন্য রাস্তা তৈরি করে দিচ্ছে। জানি না কিছুই যে আর ভাবতে পারছি না, দম আটকে আসছে এবার। এ যে চোখে দেখলে কঠিনও জল হয়ে যাবে। ভগবান কি তবে দেখতে পান না এসব? যেখানে এদের জানা নেই পরের দিন সূর্য দেখতে পারবে কিনা, সেখানে ওরা এত কষ্ট করেও কিভাবে কোনো অভিযোগ ছাড়াই আছে!!

জানি না সত্যি আজ আর কিছু জানার নেই। জীবনের আসল অর্থ কি তবে এই???

আমরা কি তবে বেশি পেয়ে গেলাম? তাহলে এটা কেন মনে হয় আমাদের যে আমরা সুযোগ পায়নি?

কেন তবে সব কিছু থাকার পরেও অরো পেতে ইচ্ছে করে? এত প্রশ্ন মনে । তার উত্তর কি তবে এই জিনিসগুলোই?

যা প্রকৃতি থেকে পরিজন থেকে পেয়েছি তাই নিয়ে সুখে থাকা। প্রকৃতিকে বেশি না ভেঙে তার যা আছে তাই নিয়েই সুখে থাকা। সত্যিই হয়তো তাই।

তবে আজ যে কোনো অভিযোগ নেই কারোর প্রতি তা ভালোই বুঝতে পারছি। মন একেবারে শান্ত হয়ে গেছে। নিজের না পাওয়াগুলোকে এদের কষ্টের কাছে সুখের মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে সত্যিই আমরা অনেক সুখী, জীবন আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে। শুধু সেগুলো সৎ ব্যবহার আমরা করতে পারিনি তাই এত অভিযোগ জমেছিল মনে। তবে আজ আর কোনো মান অভিমান নেই, কোনো হারা জেতার দৌড় নেই। আছে শুধু মনের অনেক তৃপ্তি, অনেক ভালোবাসা।

মেঘগুলোকে বড্ড ভালোবেসে ফেলেছি এই দুদিনে তাই ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আর যে কোনো উপায় নেই। সময় যে খুব স্বল্প ছিল। এবার যে বাড়ি ফেরাব পালা। সবকিছুকে বিদায় জানিয়ে নিজের পুরনো ছদ্মবেশে আসার পালা। ঘরে যে এবার নতুন ইঁট গাঁথতে হবে। জেগে দেখা স্বপ্নগুলোকেও যে পূরণ করতে হবে। দায়িত্ব আছে অনেক সেগুলোও যে পূরণ হবে। তাই কষ্ট হলেও বিদায় যে দিতেই হবে।

আসি তবে এবার প্রকৃতি, নতুন প্রবাহে যে ফিরতে হবে। হয়তো আবার কোনোদিন দেখা হবে। সেদিন আমরা নিজেদের পুরনো সাক্ষাতের গল্প মনে করবো আর আপন মনে কথা বলবো।

সেদিন হয়তো আরো হিংস্র হয়ে উঠবে তুমি, আর আমি হয়তো বুঝবো আবারও তোমার নতুন কাহিনী।

সুপ্রীতি মোদক
পদার্থবিদ্যা অনার্স (SEM-III)

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ - (২০২১-২২)

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন - ২০২১

প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন- ২০২২

এন.এস.এস. এবং এন.সি.সি.-র কর্মসূচি- ২০২১-২২

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের শিক্ষক সংসদ

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

চিত্রাঙ্কণ

প্রিয়া দেবনাথ
দর্শন অনার্স (SEM-V)

সায়নী ঘোষ
বটানী অনার্স (SEM-I)

চিত্রাঙ্কণ

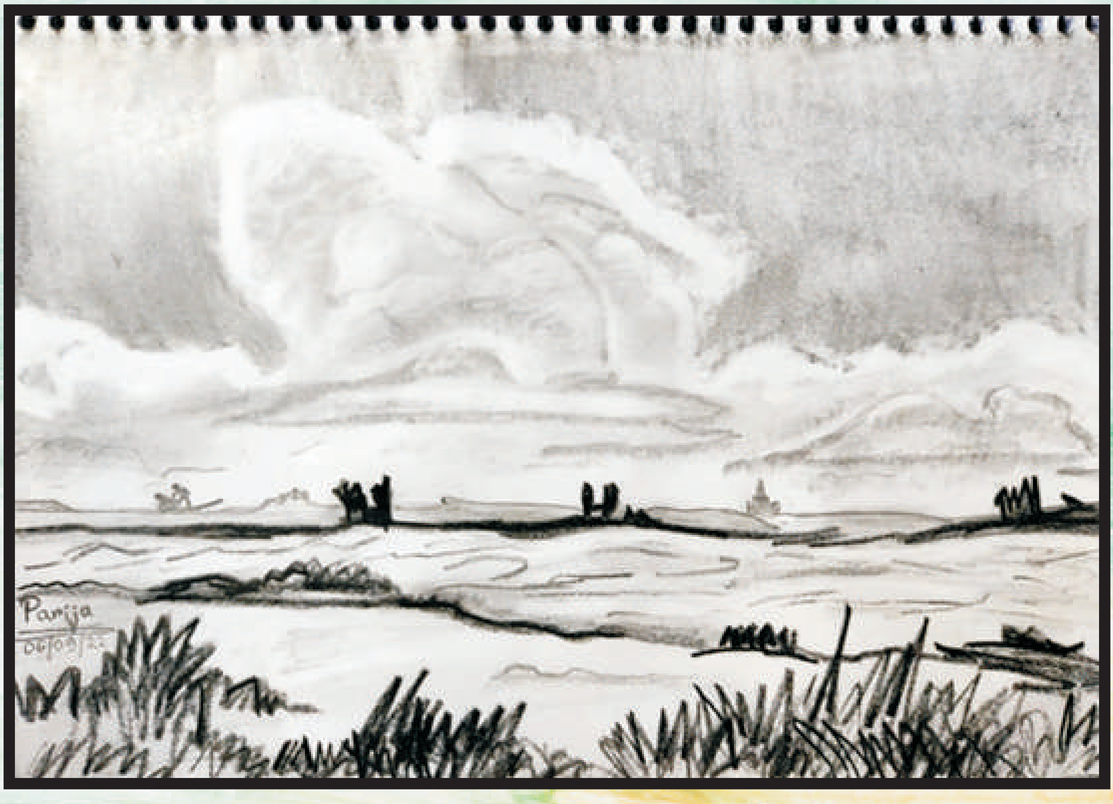

পারিজা মুখার্জী
এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স অনার্স (SEM-VI)

চিত্রাঙ্কণ

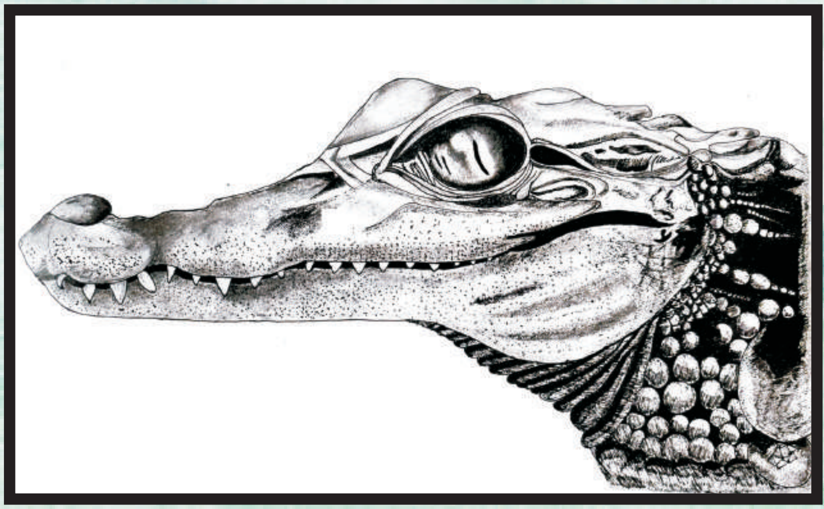

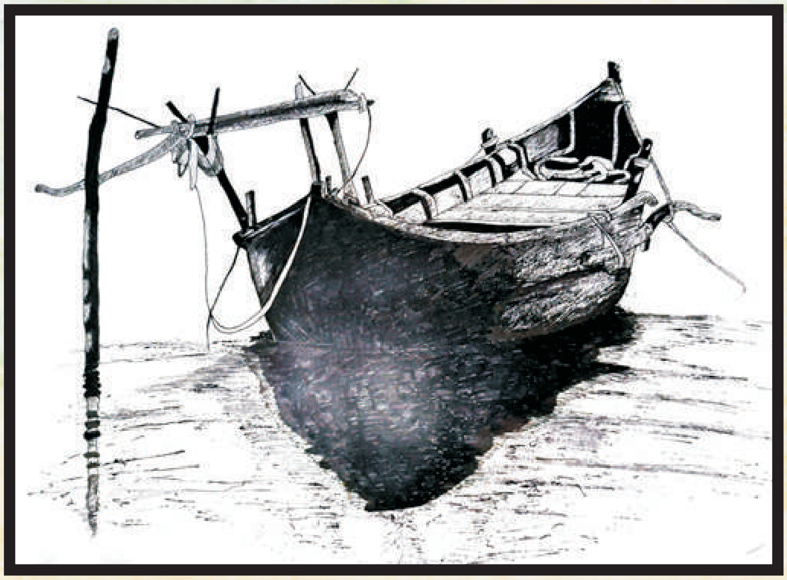

অনীশ পাল
বি.এস.সি. প্রোগ্রাম (**SEM-II**)

চিত্রাঙ্কণ

পেনসিল ওয়ার্ক

অর্ণবী দত্ত
বাংলা অনার্স **(SEM-V)**